

২১ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন ২০১২

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা



ঢাকা আহ্চানিয়া মিশন



সম্পাদকীয়

- কি বিচ্ছিন্ন আমাদের এই পৃথিবী। মানুষের বাঁচার জন্য যা দরকার তার সবই আছে এখানে। বসবাস ও চাষাবাদের জন্য মাটি। পান করার জন্য পানি। শুস নেয়ার জন্য বাতাস। আমরা না চাইতেই এগুলো পেয়েছি। তাই এসবের কদর আমরা বুঝি না। কারণে অকারণে- বুঝে না বুঝে, এগুলো ধ্বংস করি। আর এর ফলে আমরা এখন এর শাস্তি পেতে শুরু করেছি। খরা, বন্যা, ঝড় এখন মানুষকে বিপাকে ফেলে দিচ্ছে। প্রতিদিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে গরমে পর্বতের বরফ গলে পানি নিচে নেমে আসছে। সাগর ও নদী ভরে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন সবই পানিতে তলিয়ে যাবে।
তাই আর সময় নেই। সবাইকে এ ব্যাপারে ভাবতে হবে। এলাকায় এলাকায় পরিবেশ রক্ষা দল গঠন করতে হবে। সবাই মিলে পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।
- বাজারে এখন নানা ধরনের দেশি ফল দেখা যায়। যেমন- আম, জাম, কাঠাল, আনারস, লটকন, পেয়ারা ইত্যাদি। এসব ফল আমাদের সবারই প্রিয়। ফল আমাদের পুষ্টি যোগায়। কিন্তু এখন এই ফলই আমাদের মরণ ডেকে আনছে। কারণ ফল তাজা রাখতে ও পাকানোর জন্য এখন বিষ ব্যবহার করা হয়। এই বিষ মেশানো ফল খেয়ে শুধু শিশুদের নয়, আমাদের জীবনও হুমকির মুখে পড়েছে। এ যেন তিলে তিলে একটি জাতিকে মেরে ফেলা। অথচ আমরা দেখেও কেউ কিছু বলছি না। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে কথা বলতে হবে।

আলাপ

২১ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জুন ২০১২

সম্পাদক

কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক

ড.এম. এহচানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ

রাবেয়া সুলতানা
দেওয়ান ছোহরাব উদ্দীন
মোহাম্মদ মহসীন

সহযোগী সম্পাদক

লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ

এম. এ. মান্নান
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

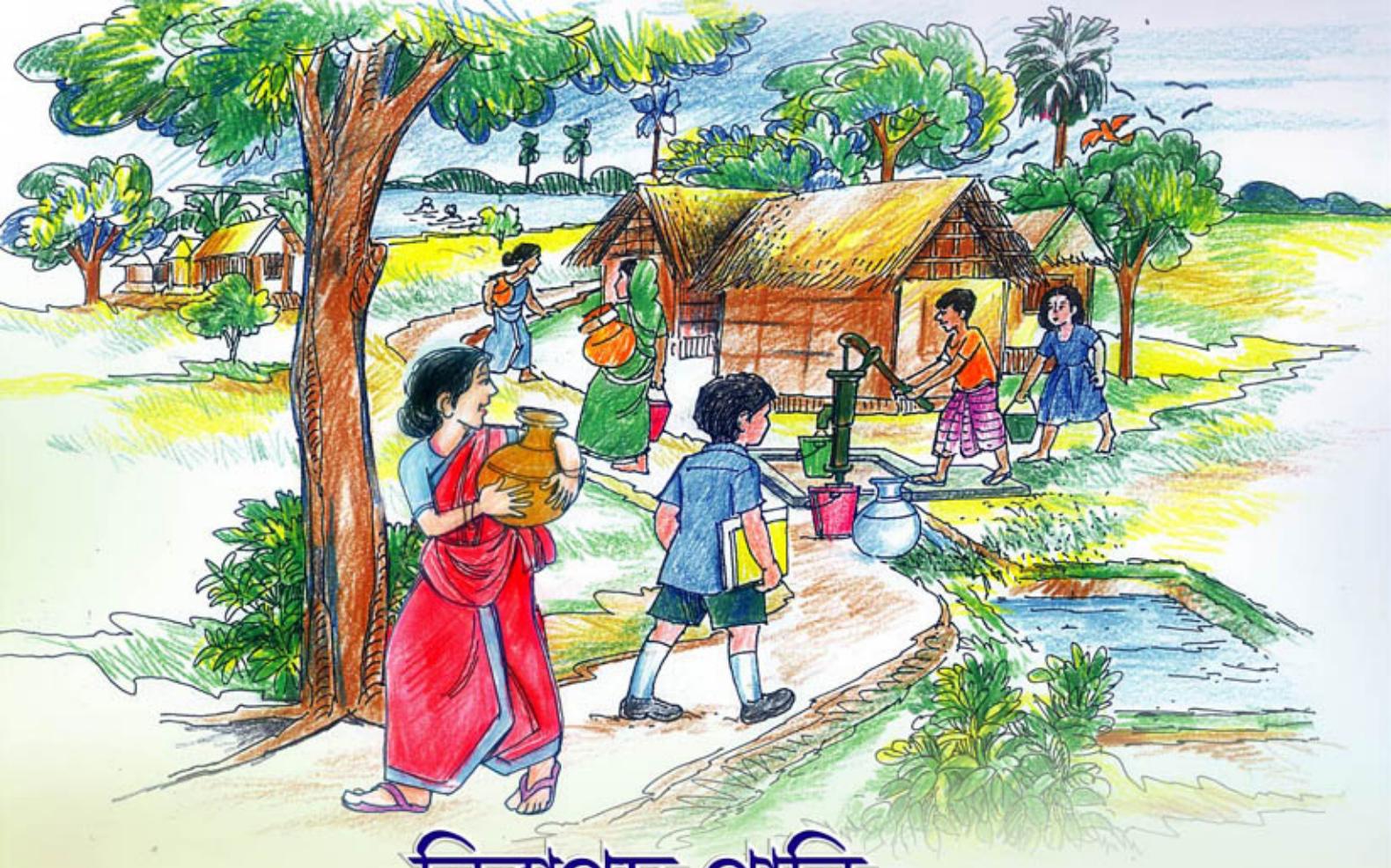
কম্পিউটার গ্রাফিক্স

সেকান্দার আলী খান

কোন পাতায় কী আছে

নিরাপদ পানি	১-২
সফল কাহিনী:আগের চেয়ে এখন...	৩-৪
ফলে কেমিক্যাল ব্যবহার...	৫
সাধারণ মানুষের বাজেট ভাবনা	৬-৭
বাজেটে পরিবেশ ও জলবায়ু খাতে...	৮
কথামালা: গাছ-গাছালি	৯
গাছ লাগাই পরিবেশ বাঁচাই	১০
পাঠকের পাতা	১১-১২
আমাদের পাতা	১৩
ফেলে দেয়া জিনিস ব্যবহার করি	১৪

মূল্য : ২০.০০ টাকা



নিরাপদ পানি

পানি ছাড়া জীবন চলে না। তাই পানির অপর নাম জীবন। তবে জীবন বাঁচাতে যেমন- তেমন পানি হলেই হবে না। পানি হতে হবে নিরাপদ। নিরাপদ পানি ছাড়া সুস্থিতাবে বেঁচে থাকা সম্ভব না। কারণ দূষিত পানি থেকে নানা ধরনের রোগ বালাই হয়। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্য থেকে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি। তথ্যটি হলো-
প্রতি বছর ১০ হাজারেরও বেশি শিশু পানিবাহিত রোগে মারা যায়। অতএব
আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি করব? মরব না বাঁচব। বাঁচতে হলে
অবশ্য পানিকে নিরাপদ রাখতে হবে।

পানির প্রয়োজনীয়তা

জীবনের জন্য পানি খুবই প্রয়োজন। যদিও পৃথিবীর ৪ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগই পানিতে ভরা। কিন্তু এর মধ্যে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পানি রয়েছে মাত্র এক ভাগ। এই ১ ভাগে সাগরের লোনা পানিও আছে।

এই পানি আমরা প্রতিদিন নানা কাজে ব্যবহার করছি। জানা যায়, প্রতিদিন একজন মানুষের গড়ে ৫০ লিটার পানির প্রয়োজন। অথচ না জেনে, না বুঝে প্রতিদিন আমরা নানাভাবে পানি দূষিত করছি। পানির অপচয় করছি।

পানি সংগ্রহে সমস্যা

এখন আমাদের দেশে অনেক এলাকায় নিরাপদ পানি পাওয়া যায় না। তাই অনেক পরিবারই দরকার অনুযায়ী পানি পায় না। ফলে তারা অন্য জায়গা থেকে পানি বয়ে আনে।

আর এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে পরিবারের নারীরা। পানি সংগ্রহ করতে যেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট হয়। ফলে সংসারে দেখা দেয় নানা অশান্তি। অনেক সময় ছোট ছোট মেয়ে শিশুরা এ কাজে সহায়তা করে। যার ফলে শিশুরা সময় মতো স্কুলে যেতে পারে না।

এজন্য অনেকেই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। তাছাড়া নানা সময় নানা ধরনের বাধা ও বিপদে পড়তে হয়। তাই অনেকে বাধ্য হয়ে দূষিত পানি পান করে। ফলে দেখা দেয় নানা রকম রোগ-বালাই।

পানি ব্যবহারে সচেতনতা

প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য ইচ্ছে মতো পানি ব্যবহার করছি। পানিকে নানাভাবে দূষিত করছি। এজন্য নিরাপদ পানির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসছে। নিরাপদ পানি কমে যাওয়া মানে জীবন হুমকির মুখে পড়া। এজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। পানির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। একই

পুকুরে সব কাজ করা যাবে না। যেমন-পুকুরে গরু ছাগল ধোয়া, মল-মৃত্র ফেলা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া, গায়ে সাবান দেয়া ইত্যাদি। মোট কথা কোনোভাবেই পানি নষ্ট ও অপচয় করা যাবে না।

সরকার যেভাবে সহায়তা করছে

পানি মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সকল মানুষের কাছে নিরাপদ পানি পৌছে দেয়া সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আশার কথা হলো, বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন- নীতিমালা তৈরি, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ, সেবা প্রদান ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সরকার “পানি আইন, ২০১০” তৈরি করেছে।

আশা করি সরকার খুব তাড়াতাড়ি এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। তবে আমরা সচেতন না হলে আইন করে কোনো লাভ হবে না। তাই নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের এগিয়ে যেতে হবে। সবাই একসাথে মিলে পানিকে নিরাপদ রাখতে হবে।

লাবনী শবনম
এ্যাডভোকেসি ও ট্রেনিং-সমন্বয়ক,
ওয়াটসান সাবসেক্টর।

আগের চেয়ে এখন অনেক সুখে আছি

গহীন পাহাড়ের পাড়াবাসীরা
কেন এ কথাগুলো বলছেন
আসুন, তা শুনি-



২০১১ সালের কথা। রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের দীঘলছড়ি পাড়া। এ পাড়ায় সরকারি ১০টি পানির কল আছে। কিন্তু ঠিকমতো ব্যবহার না করায় কলগুলো অচল অবস্থায় পড়ে ছিল। গ্রামবাসীরা তখন অনেক দূর থেকে পানি নিয়ে আসত। পায়ে হেঁটে এভাবে পানি আনতে সবার খুব কষ্ট হতো।

চৈত্র মাসে শুকনো মৌসুম। এসময় সেখানে ডায়রিয়া কলেরা, জ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া দেখা দিত। এতে অনেক পরিবারে নানারকম দুর্ভোগ নেমে আসত।

এসব দেখে পাহাড়বাসী মিনু রানী ও

নমিতা মনে মনে ভাবেন- কীভাবে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ভাইরাস জ্বর দূর করা যায়। এদিকে অনেকদিন ধরে পাড়াকর্মী সন্ধ্যা তন্ত্রগ্যা এলাকায় মাঝেন্দের নিয়ে উঠান বৈঠক করছেন। এ বৈঠকে তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। যেমন-স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা। সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। ময়লা, আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথমে কেউ তার কথার মূল্য দেয় নি।

এলাকার লোকজন জুমচাষী। জুম চাষ করে অনেক কষ্টে দিন কাটে। তাই কে শুনে কার কথা।

এরই মধ্যে ঢাকা আহচানিয়া মিশন দীঘলছড়ি-১ পাড়াকেন্দ্রে শেওয়াবি প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে পাড়াবাসীদের স্বাস্থ্য অভ্যাস পালনে উৎসাহিত করা। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা। নিরাপদ পানি ব্যবহার করা ইত্যাদি। ফলে পাড়াবাসীর মধ্যে দারুণ একটি পরিবর্তন আসে। বর্তমানে শেওয়াবি প্রকল্পের বিভিন্ন স্বাস্থ্যবার্তা ও পোস্টারসমূহ উঠান বৈঠকে দেখানো হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অভ্যাসগুলো চর্চা করার জন্য পরিবারের সবাইকে উৎসাহ দেয়া হয়।

পাড়াকর্মী সন্ধ্যা তন্চংগ্যা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা চালান। তার সাথে থাকেন পাড়াবাসী নমিতা তন্চংগ্যা। তারা প্রতিটি উঠান বৈঠকে উপস্থিত থেকে মা-বোনদের স্বাস্থ্য অভ্যাসগুলো দেখিয়ে দেন। বিশেষ করে খাবার আগে সাবান দিয়ে দুই হাত ধোয়া। পায়খানা থেকে ফিরে দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। আবর্জনা ঠিকমতো ফেলা, পানির উৎস পরিষ্কার



রাখা ইত্যাদি।

বর্তমানে এ গ্রামের সব পরিবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে। পানির উৎস পরিষ্কার রাখছে। নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। আবর্জনা ঠিকভাবে ফেলাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য অভ্যাস মেনে চলছে। এসব পরিবর্তনের জন্য পাড়াকেন্দ্রের কর্মীর পরিশ্রম সফল হয়েছে।

এখন পাড়াবাসীরা বলেন, “এক্ষুণ্ণা বাহত গুণে সুগত আছি” অর্থাৎ আগের চেয়ে এখন অনেক সুখে আছি।

সহজীকরণ: জাহিদুর রহমান খান
সংগ্রহ: রূপায়ন তন্চংগ্যা
উপজেলা ফ্যাসিলিটেটর
বিলাইছড়ি উপজেলা, রাঙামাটি।

ফলে কেমিক্যাল ব্যবহার ও তার ক্ষতিকর দিক

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফল হয় এর কোনটি টক, কোনটি মিষ্টি। ফল সবাই পছন্দ করে। বিশেষ করে বাচ্চারা ফল বেশি পছন্দ করে। ফল শুধু খেতেই মজা নয়। এর অনেক উপকারিতাও আছে। অথচ এখন মানুষ ফল কিনতে ভয় পায়। কারণ বাজারের প্রায় সব ফলেই মেশানো হয় কেমিক্যাল ও রং। ফল তাজা রাখতে দেয়া হয় ফরমালিন। মেশানো হয় আরও কিছু ক্ষতিকর পদার্থ। ফল খেয়ে তাই লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হতে পারে।

ভেজাল খাদ্যের কারণে যেসব ক্ষতি হয়

ফল পাকাতে ও তাজা রাখতে দেয়া হয় নানা কেমিক্যাল। ফল সুন্দর রাখতে ব্যবহার করা হয় রঙ। এসব কেমিক্যাল ও রঙ ব্যবহারের কারণে ফলগুলো রীতিমতো বিষে পরিণত হয়। এসব ফল খেয়ে শরীরে দেখা দেয় নানা অসুখ-বিসুখ। এর কারণে পেটের সমস্যা অনেক বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে মানুষের লিভার ও কিডনি অকেজো হয়ে যায়। হার্ট দুর্বল হয়ে যায়। স্মৃতিশক্তি কমে যায়। শুধু তাই নয়, পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যাঞ্চার হতে পারে। এমনকি ব্লাড ক্যাঞ্চারও হতে পারে। কেমিক্যাল যুক্ত ফল খেয়ে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়। প্রতি বছর জন্ম নেয় হাজার হাজার প্রতিবন্ধী শিশু।

ভেজাল ফল চেনার উপায় ও আমাদের করণীয়

কেমিক্যাল মেশানো এসব ফল একটু ভালো করে দেখলেই চেনা যায়।



সাধারণভাবে পাকা আম বা পেঁপের মুখের দিকটা প্রথমে হলুদ হয়। এরপর আস্তে আস্তে নিচের রঙ বদলায়। পেকে যাওয়ার পরও নিচের দিকটা কিছুটা সবুজ থাকে। কিন্তু কেমিক্যাল মেশানো ফলে ছাকরা ছাকরা রং হয়। স্বাভাবিক গন্ধও থাকে না। স্বাভাবিকভাবে পাকা ফলে মাছি বসে। কিন্তু কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো ফলে মাছি বসে না। তাই ফল কেনার সময় এসব ভালো করে দেখে কিনতে হবে। ফল সব সময় ভালো করে ধূয়ে খেতে হবে। এতে কিছুটা হলেও কম ক্ষতি হবে। সবচেয়ে ভালো হয় ফল লবণ পানিতে এক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে। এরপর ধূয়ে ভেতরের অংশ খেতে হবে। তবে এই কাজটি একটি বড় অপরাধ। এই অপরাধ চলতে দেয়া যায় না। কারণ এর ফলে ভবিষ্যতে আমরা একটি প্রতিবন্ধী জাতিতে পরিণত হব।

সাধারণ মানুষের বাজেট ভাবনা

বাজেট হলো আয় ও ব্যয়ের আগাম ভাবনা। জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বাজেট পাশ হয়। আজকাল বাজেট নিয়ে অনেকেই নানান সুপারিশ পেশ করেন। সভা, সমাবেশ, সেমিনার করে তাদের মতামত জানান। এসব সভা সমাবেশে উপস্থিত থাকেন সমাজের উচ্চ পর্যায়ের মানুষেরা। গ্রাম-গঞ্জের মানুষের উপস্থিতি সেখানে নাই বললেই চলে। তাদের যে মতামত দেয়ার অধিকার আছে, তাও তারা ভাবেন না। এ ব্যাপারে ঢাকা আহ্ছানিয়া একটি মিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাজেট ভাবনা নিয়ে গতবছর দেশের বিভিন্ন এলাকায়

মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। একইভাবে এবারও মিশনের কয়েকটি কর্ম এলাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন, কৃষক, দিনমজুর, তাঁতী, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ইউপি সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মীসহ অনেকেই। আলোচনা সভায় যোগদানকারী সবাই খোলাখুলিভাবে তাদের মত প্রকাশ করেন। তারা আশা করেন, এইসব মতামত সরকার বিবেচনা করবেন। এরকমই কিছু মতামত ছাপা হলো আলাপের এবারের সংখ্যায়।

বাজেটে বয়স্ক ভাতার টাকার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।
বর্তমান বাজারে এই টাকায় আসলে কিছুই হয় না।
সফিয়া বেগম
শিমুল গণকেন্দ্র, বুড়িরচর ইউনিয়ন, বরগুনা।



বাজেটে কাগজ, কলম, বইখাতার দাম কমানো দরকার।
উপবৃত্তির টাকার হার ও সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে।

আশিষ কুমার, নবম শ্রেণি, পিপাসা গণকেন্দ্র, গৌরিচন্দ ইউনিয়ন, বরগুনা।



শুনেছি বাজেট পাশ হয়েছে, কৃষিতে বরাদ্দ কর দিয়েছে সরকার। কৃষকদের জিনিসের দাম কমিয়েছে। আবার সারের দাম বাড়িয়েছে। কৃষকের জিনিসের দাম না বাড়ালে আমাদের মতো গরিব মানুষের কষ্ট হবে। কৃষির উন্নতির জন্য বাজেটে কৃষিখাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তা নাহলে এদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, কৃষক, বাসুন্ধিরা, মঙ্গলকোট, কেশবপুর, যশোর।





বাজেট ঘোষণা হয়েছে তাতো জানি না! সরকারের উচিত বাজেট তৈরির আগে জনগণকে বাজেট সম্পর্কে জানানো ও জনগণের মতামত নেয়া। কারণ যার সমস্যা সেই বুঝে, অন্য কেউ বুঝবে না। বাজেট তৈরির আগে তাই গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত নেয়া উচিত।

জাহানারা বেগম, নারী ইউপি সদস্য, সুফলাকাটি ইউনিয়ন পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।



বাজেট নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি। বিদ্যুৎ খাতে বাজেট বরাদ্দ হলেও বিদ্যুৎ ঘাটতি কমছে না। বাজেটে এবার বিদ্যুৎ-এর দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

তারেক, সদস্য, গোধূলী গণকেন্দ্র, নসি, মহেশপুর, বিনাইদহ।



আমরা গ্রামে বসবাস করি। দিন মজুরি করে যে টাকা আয় করি, তা দিয়ে ভালোভাবে সংসার চালানো যায় না। তাছাড়া নিত্য পণ্যের দাম অনেক বেশি। বাজেটে তেল, আঠা, মসলা, চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানোর জোর দাবি জানাচ্ছি।

সাগরিকা, সদস্য, শিমুল গণকেন্দ্র, হাকিমপুর, চৌগাছ।



বাজেটে খাদ্য দ্রব্য খাতে বেশি বরাদ্দ দেয়া দরকার। সেইসাথে খাদ্য দ্রব্যসহ তেলের দাম কমানো প্রয়োজন। তবে ধানের দাম বাড়াতে হবে। না হলে আমরা যারা কৃষক, আমাদের উপায় নাই।

সুরজ মিয়া, উত্তরণ গণকেন্দ্র, শিলমান্ডী, নরসিংহপুর।



স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে, ঔষদের দাম কমানো উচিত।

রুমা বেগম, পাঁপড়ি গণকেন্দ্র, শিলমান্ডী, নরসিংহপুর।

বাজেটে পরিবেশ ও জলবায়ু খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই
নিয়ে আমাদের পরিবেশ। তাই আমরা
যেখানেই বাস করি না কেন, আমাদের
চারপাশের পরিবেশ ভালো রাখা
দরকার। কারণ পরিবেশ ভালো
থাকলেই আমরা ভালো থাকব।
সুস্থিতাবে বাঁচতে পারব। পরিবেশের
ক্ষতি হলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে পড়বে।
আমরাও ক্ষতির শিকার হবো।

এজন্য প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ
দিবস পালন করা হয়। পরিবেশ রক্ষা
নিয়ে নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করা
হয়। হয় নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও
আলোচনা সভা। এসব আলোচনায় বলা
হয়, পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে
আসতে হবে। এজন্য সবাই সচেতন
হতে হবে। কথাটি একদম সত্যি।
আমরা সবাই মিলে চেষ্টা না করলে
পরিবেশ রক্ষা করা যাবে না। তবে

পরিবেশ রক্ষায় সরকারের ভূমিকা আরো
বাড়াতে হবে। প্রতি বছর এই জুন
মাসেই সরকার আগামী অর্থ বছরের
বাজেট তৈরি করে। এই বাজেট তৈরি
হয় মানুষের উন্নয়ন ও সুখ-সুবিধার কথা
মাথায় রেখে। তাই বাজেটে পরিবেশ
খাতে আরো বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ যেন
পরিবেশ বান্ধব হয় সেদিকে খেয়াল
রাখতে হবে। এজন্য এবারের বাজেটে
কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
নইলে শুধু অর্থের অপচয় হবে।
প্রয়োজনে পরিবেশ আইন বদলাতে
হবে। যারা পরিবেশের ক্ষতি করে,
তাদের জন্য আইনে দৃষ্টান্তমূলক
শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আমজাদ হোসেন
টেকনিক্যাল অফিসার
ইউনিক-২, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

গাছ-গাছালি

গাছ-গাছালি লতা-পাতার এই আমাদের দেশ,
 ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা কী যে পরিবেশ।
 গাছ আমাদের দেয় অক্সিজেন তাই আমরা বাঁচি,
 সভ্যতার এই উপকরণ গাছকে নিয়ে আছি।
 কত রকম আসবাবপত্র গাছকে নিয়ে বানাই,
 ছেটবড় সুদৃশ্য কয়টার নাম জানাই?

কত ঝোগের কত ওষুধ গাছ থেকে যে পাই,
 ফল-ফলারির কত যে গাছ হিসাব তো তার নাই।
 ফল দেয় না দামি যে গাছ-বনজ তারে কয়,
 পরিচর্যায় রাখলে পরে অনেক সহায় হয়।

সব মিলিয়ে গাছ আমাদের অনেক প্রয়োজন,
 অকারণে গাছ না কেটে দাও ভরিয়ে বন।
 প্রয়োজনে একটিও গাছ কাটো যদি তবে,
 তার বদলে তিন-চারটি রোপণ করতে হবে।

এমনি করে দেশটা ভরো গাছ-গাছালি দিয়ে,
 অর্থ পাবে স্বাস্থ্য পাবে তার সম্পদ নিয়ে।

গাছ লাগাই পরিবেশ বাঁচাই



জুন, জুলাই ও আগস্ট মাস গাছ লাগানোর সঠিক সময়। এজন্যই চারদিকে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। আসলে গাছ লাগানো ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও নেই। কেননা গাছ আমাদের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়, বিনিময়ে তেমন কিছু চায় না।

গাছ আমাদের খাবার দেয়। আমাদের কাপড় তৈরির উপকরণ জোগান দেয়। থাকার জন্য ঘর-বাড়ি তৈরির উপকরণ আসে ঐ গাছ থেকেই। এমন কি ওষুধপত্রও আমরা পাই গাছ থেকেই। শুধু তাই নয়, গাছ আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন, গাছ থেকেই আমরা তা পাই।

এই বিষয়ে একটি তথ্য আছে- প্রতিদিন

একজন মানুষ প্রায় ৩৩০০ টাকার অক্সিজেন ব্যবহার করে। তাহলে বছরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। যদি একজন মানুষ ৬৫ বছর বাঁচে, তাহলে অক্সিজেন বাবদ তার খরচ কত হবে? খরচ হবে প্রায় ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এত টাকার অক্সিজেন আমরা বিনামূল্যে পাচ্ছি চারপাশের গাছ পালা থেকে। তাই গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আমরা অনেকেই গাছের এই উপকারের কথা ভুলে যাই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গাছ কাটি। কিন্তু গাছ লাগাই না। এভাবে আমরা আমাদের পৃথিবীকে ধরংসের মুখে ফেলে দিচ্ছি। এজন্য আর বসে থাকা নয়। আসুন, ছোট-বড় সবাই মিলে গাছ লাগাই।

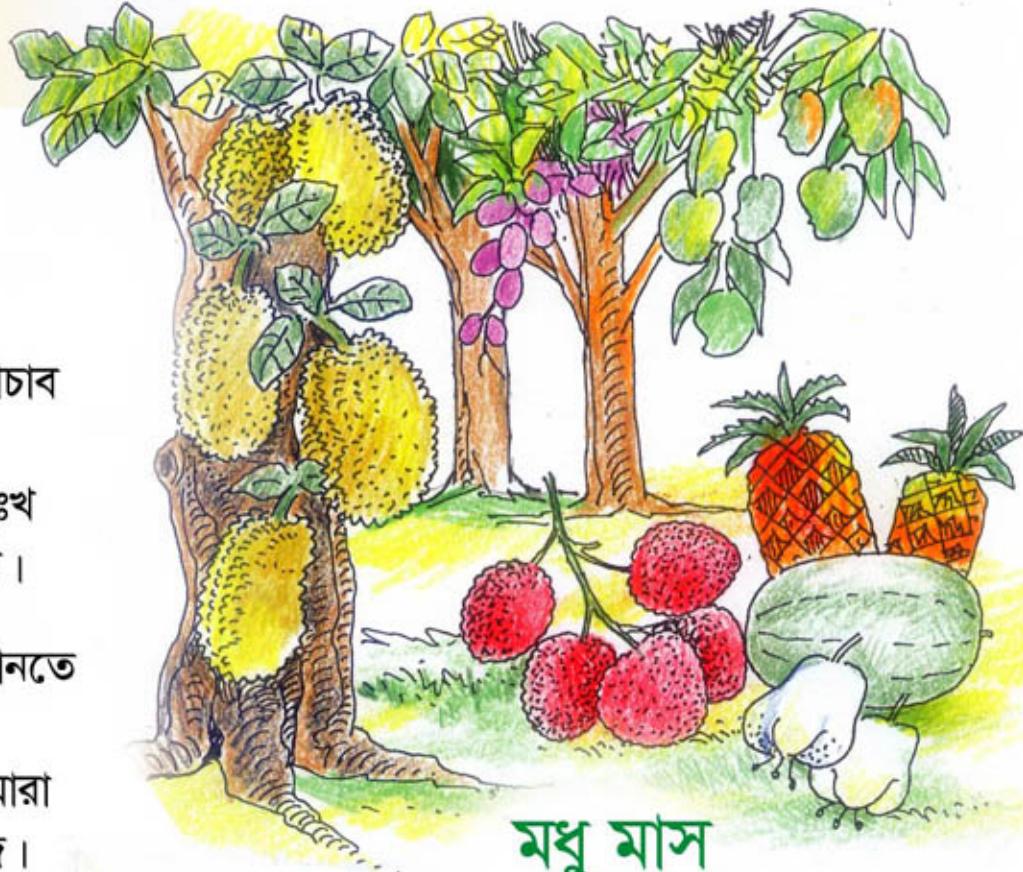
পাঠকের পাতা

পরিবেশ

গাছ লাগাব, পরিবেশ বাঁচাব
গড়ব সোনার দেশ,
লাগাব বৃক্ষ, তাড়াব দুঃখ
সুখের থাকবে না শেষ।

দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে
লাগাব মোরা গাছ,
গাছের পরিচর্যা করব মোরা
এস সকলে মিলি আজ।

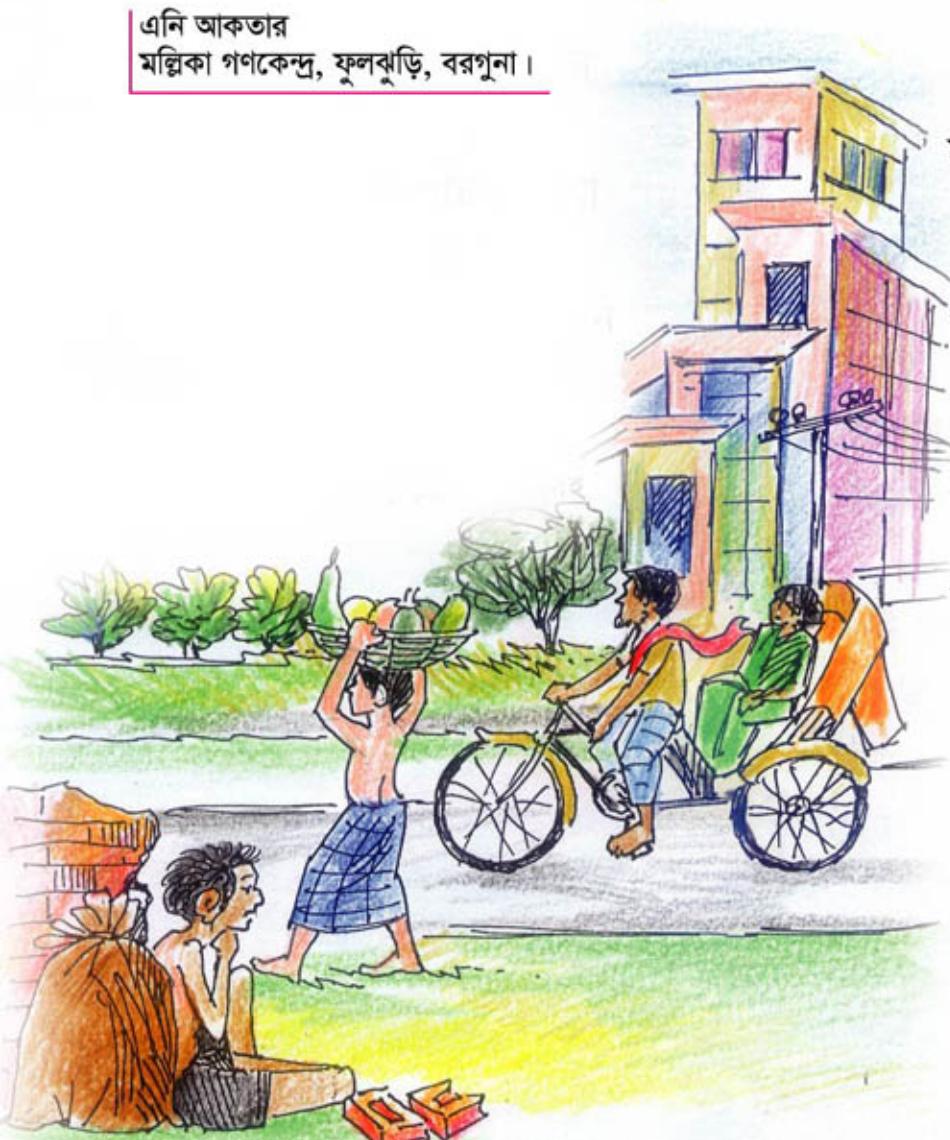
এনি আকতার
মল্লিকা গণকেন্দ্র, ফুলবুড়ি, বরগুনা।



মধু মাস

মধু মাস জ্যৈষ্ঠ মাস
ফলের সমাহার
নানা রঙের, নানা জাতের
ফলের বাহার।

পাকে আম, পাকে কাঁঠাল
পাকে নানান ফল,
জ্যৈষ্ঠ মাস এলে তাই
মনে পাই বল।



মিষ্টি ফলের মধুর স্বাগে
সুখ ছড়ায় মনে
জ্যৈষ্ঠ মাসে মধুর রসে
দোলা লাগে প্রাণে।

হামিদুর
সদস্য, ভোরের আকাশ গণকেন্দ্র
কেশবপুর, যশোর।

চাই নিরাপদ পানি

খাব না আৱ জলাশয়েৰ
দূষিত নোংৱা পানি,
নিরাপদ পানি কাকে বলে
এসো সবাই জানি ।

দূষিত পানিৰ ভিতৰে অনেক
রোগ-বালাই রয়,
আমাশয় কলেৱা ও ডায়ারিয়া
হৱ হামেশাই হয় ।

ছোট বড় সবাই আমৱা
এই কথাটি মানি,
রোগ থেকে বাঁচতে মোৱা
খাব নিরাপদ পানি ।

ফতিহা
সদস্য, ইউনিক-২ প্ৰকল্প
জৰুৱাৰ মেঘাৱ বাড়ি সিএলসি,
চৰ চান্দিয়া, সোনাগাজী ফেনী



পানিই সম্পদ

ফাল্বুন ও চৈত্ৰ মাসে
বেজায় খাটে কৃষকগণ
পানিৰ সেচ দিতে হয়
দিবা নিশি সারাক্ষণ ।
হয় সমস্যা বিদ্যুৎ পানিৰ
চাৰিদিকে হাহাকাৰ
এই সমস্যা কাটবে যদি
হয় পৱিমিত ব্যবহাৱ ।
পানিৰ অপৱ নাম জীৱন
অপৱ নাম হলো মৱণ
ব্যবহাৱ যদি সুষ্ঠ না হয়
বাঁচবে না এই ভূৱন ।



বেলাল
টেকনিক্যাল অফিসাৱ, সদস্য, ইউনিক-২
প্ৰকল্প, কাপাসিয়া গাজীপুৰ ।

খেঁকশিয়ালের বিয়ে

শাহজাহান মোহাম্মদ

রোদ আকাশে বৃষ্টি পড়ে
খেঁকশিয়ালের বিয়ে
সেই খুশিতে ছুটছে হুতুম
বরণডালা নিয়ে ।

প্রজাপতি পাখনা মেলে
নাচছে ফুলে ফুলে
পায়রার দল গীত গায়
মৌমাছিরা দুলে ।

হলুদ বাটে ইন্দুরছানা
গায়েতে রঙ মেখে
ক্ষীর রঁধেছে বিড়ালমাসি
কে দেখবে চেখে?

প্রিয়-প্রমি নাও এনেছে
রামসাগরের বাঁকে
বর যাত্রায় সোনাব্যাঙ
ঘ্যাঙ্গের ঘ্যাঙ ডাকে ।

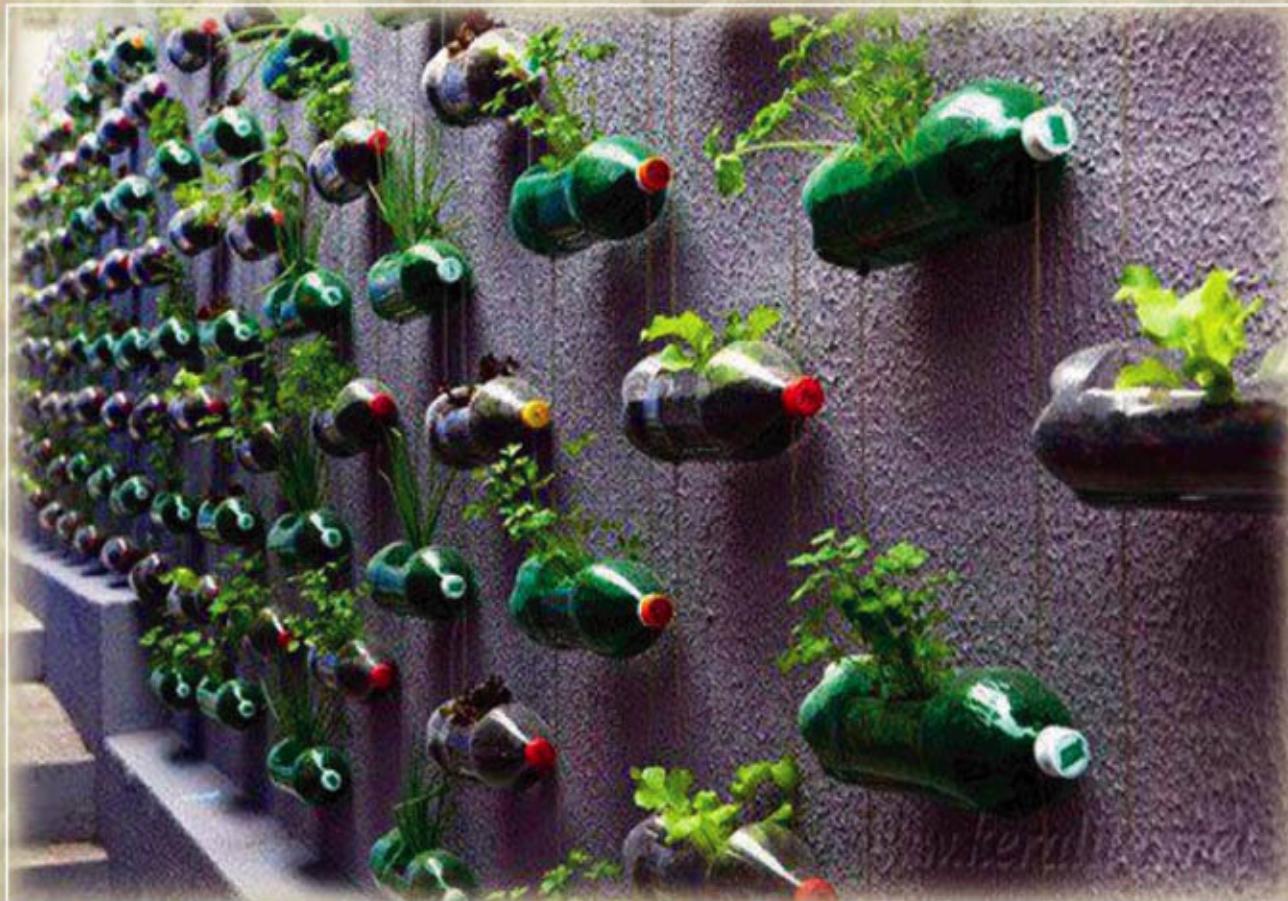
বিয়ের পিঁড়িতে বসে বর
রুমাল মুখে নিয়ে
যৌতুক ছাড়াই হচ্ছে বিয়ে
এই শোগান দিয়ে ।

দুঃখ করে বলছে গাছ

লুৎফুন নাহার তিথি

দুঃখ করে বলছে গাছ
মহা বিপদ আসছে!
পরিবেশের বিপর্যয়ে
দুনিয়া ভয়ে কাঁপছে।
গাছ কেটে বিষ ছিটিয়ে
হচ্ছে ভূমির সর্বনাশ,
ঝরবে নাকো বাদল ধারা
রবে নাতো সবুজ ঘাস ।
সেই সময়ের কথা ভেবে
ভয়ে যে ভীত হই!
বিশ্ব হলে মরুভূমি
থাকবে মানুষ কই?
বলছি শোনো, কাজের কথা
ওগো বোন ও ভাই,
বাঁচতে হলে এখন থেকেই
গাছ লাগানো চাই ।

ফেলে দেয়া জিনিস ব্যবহার করি



ছবিতে ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতলগুলোকে একটি সুন্দর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ফেলে দেয়া জিনিস ব্যবহার করে এভাবে পরিবেশ রক্ষা করা যায়। উপরের ছবিটা তারই একটি সুন্দর উদাহরণ। এরকম আমাদের চারপাশে অনেক ছড়ানো ছিটানো জিনিস পরে থাকে। বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা এসব জিনিস নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। ইচ্ছে করলে আমরাও ছবির মতো বোতলে মাটি ভরে গাছ লাগিয়ে উঠোনের পাশের দেয়ালে এভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারি। এতে পরিবেশও ভালো থাকবে।

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
Web: www.ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহসানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
 ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।

ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯

The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission